[২০১৮] ৩ এস.সি.আর. ৩৩৭

অশোক পান্ডে

বনাম

ভারতের সুপ্রীম কোর্ট রেজিস্ট্রার দ্বারা এবং অন্যান্যরা

(২০১৮ সালের রিট পিটিশন (দেওয়ানী) নং ১৪৭)

এপ্রিল ১১, ২০১৮

[দীপক মিশ্র, প্রধান বিচারপতি, এ. এম. খানউইলকার এবং ড. ডি. ওয়াই. চন্দ্রচূড়, বিচারপতিদ্বয়]

ভারতের সংবিধান*:*

অনুচ্ছেদ ৩২, ১৩৬, ১৪৫ - বেঞ্চ গঠন এবং বিভিন্ন বেঞ্চে মামলা বণ্টন করার জন্য প্রধান বিচারপতির ক্ষমতা - 'সেট পদ্ধতি"-র বিবর্তনের জন্য বেঞ্চ গঠনের জন্য ম্যান্ডামাসের আবেদন - প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে তিনজন বিচারপতি এবং দুইজন জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি সমন্বিত বেঞ্চ গঠন করতে - ত্রাণ চাওয়া ভুল - ম্যান্ডামাস জারি করা যাবে না কোনো কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার বিরুদ্ধে নিয়ম তৈরি করার ক্ষমতা বা বিশেষ পদ্ধতিতে তা করার জন্য - সুপ্রীম কোর্টকে ১৪৫ অনুচ্ছেদের অধীনে আদালতের কার্যপ্রণালী নির্ধারণের নিয়ম তৈরি করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে - আবেদনকারী একটি নির্দেশিকা চাইছেন যাতে এই আদালতের বেঞ্চ একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে গঠিত হয়, অথবা এই আদালতের পৃথক বিভাগ থাকা উচিত - মামলা বণ্টন এবং বেঞ্চ গঠনের ক্ষেত্রে, প্রধান বিচারপতির একচেটিয়া অধিকার রয়েছে - আরও, নিয়োগের ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতা কোনো প্রভাব ফেলে না - একজন বিচারপতিকে যে পদে নিয়োগ করা হোক না কেন - প্রত্যেক বিচারপতিকে সংবিধানের ১২৪ অনুচ্ছেদের অধীনে অর্পিত সমান বিচারিক দায়িত্ব পালন করতে হয় - যে বিচারপতি মামলাগুলির তত্ত্বাবধান করেন এবং প্রধান বিচারপতি কর্তৃক নির্ধারিত হন - তাঁর নিজ পদে একজন বিচারপতি হিসাবে প্রধান বিচারপতির প্রথম এবং প্রধান দায়িত্ব রয়েছে - অন্যান্য কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে, প্রধান বিচারপতি অন্যান্য বিচারপতিদের সমতুল্য - প্রধান বিচারপতির অন্যান্য কার্যাবলী পালনের ক্ষেত্রে, প্রধান বিচারপতি একটি এমন অবস্থানে অধিষ্ঠিত যা সুই জেনেরিস - অনুচ্ছেদ ১৪৬ প্রধান বিচারপতিকে ভারতের প্রধান হিসাবে আদালতের অবস্থানের পুনঃনিশ্চিত করে - সাংবিধানিক ট্রাস্টের ধারক হিসাবে, প্রধান বিচারপতি নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান - সুতরাং, অবিশ্বাসের কোনো অনুমান থাকতে পারে না।

ধারা ৩২ – আবেদনকারীর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার পদ্ধতি শুরু করা, যেখানে উচ্চ আদালত কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা আরোপের কারণে তিনি ব্যাহত হয়েছিলেন – চ্যালেঞ্জ, একটি রিট পিটিশনে ধারা ৩২ এর অধীনে – আদেশ: একটি বিচার বিভাগীয় আদেশের বৈধতা ধারা ৩২ এর অধীনে একটি মৌলিক প্রশ্নে উত্থাপন করা যায় না – যদি আবেদনকারী ধারা ১৩৬ এর অধীনে প্রতিকার পেয়ে থাকেন – যে পদ্ধতিতে আবেদনকারী হাইকোর্টের বিচারপতিদের বেঞ্চের উপর অপবাদ আরোপ করতে চেয়েছিলেন, যা আবেদনকারীর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার শুনানির জন্য গঠিত হয়েছিল, তা অযৌক্তিক – অধিকন্তু, হাইকোর্টের বিচারপতিদের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ আনা হয়েছে এমন একটি মামলায় যেখানে আদালতের বিচারাধীন নির্দেশের যথার্থতা এবং সেই মামলায় প্রয়োজনীয় পক্ষরা আদালতে উপস্থিত ছিল না।

আবেদনকারী আইনজীবীর বিরুদ্ধে এলাহাবাদ হাইকোর্টের কয়েকজন বিচারপতির বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ আনার জন্য আদালত অবমাননার পদ্ধতি শুরু করা হয়েছিল। হাইকোর্টের প্রাঙ্গণে তার প্রবেশে বাধা দিয়ে একটি আদেশ জারি করা হয়েছিল। ব্যথিত হয়ে আবেদনকারী ভারতের প্রথম প্রতিপক্ষ-সুপ্রিম কোর্টের কাছে সুপ্রিম কোর্টের বিভিন্ন বেঞ্চ গঠন এবং এখতিয়ার বণ্টনের পদ্ধতি নির্ধারণের জন্য একটি পরমাদেশ (ম্যান্ডামাস) জারির আবেদন করেছিলেন; এবং দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ-এলাহাবাদ হাইকোর্টের কাছেও বেঞ্চ গঠন এবং সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক প্রণীত বিধি অনুসারে তাদের এখতিয়ার ন্যস্ত করার বিষয়ে বিধি প্রণয়নের জন্য পরমাদেশ জারির আবেদন করেছিলেন।

আবেদন খারিজ করে আদালত:

আদেশঃ ১.১ এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতিদের বেঞ্চের উপর আবেদনকারী যে পদ্ধতিতে অপবাদ আরোপ করতে চেয়েছিলেন তার প্রতি অননুমোদন জ্ঞাপন করা হচ্ছে, যে বেঞ্চ আবেদনকারীর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার শুনানির জন্য গঠিত হয়েছিল। আবেদনকারী যা বলেছেন তা কোনো বিচার বিভাগীয় আদেশের উপর ভিত্তি করে বা সমর্থিত নয়। হাইকোর্টের বিচারপতিদের বিরুদ্ধে আবেদনকারীর অভিযোগ ভিত্তিহীন। উল্লেখযোগ্যভাবে, হাইকোর্টের যে আদেশের ভিত্তিতে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার কার্যক্রম শুরু হয়েছিল, সেই আদেশের যথার্থতা বর্তমান মামলায় প্রশ্নবিদ্ধ নয়। যদি আবেদনকারী হাইকোর্টের কোনো বিচার বিভাগীয় আদেশে ক্ষুব্ধ হন, তবে ধারা ১৩৬ এর অধীনে তার প্রতিকার ছিল। বারের সদস্য হিসেবে, সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদের অধীনে একটি রিট পিটিশনে হাইকোর্টের সামনে বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনা নিয়ে প্রশ্ন তোলার চেয়ে আবেদনকারীর আরও ভালোভাবে জানা উচিত।

এটি হাইকোর্টের বিচারপতিদের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগের আরেকটি দৃষ্টান্ত যেখানে আদালতের বিচারাধীন নির্দেশের যথার্থতা বিচারাধীন নয়; প্রয়োজনীয় পক্ষরা আদালতে উপস্থিত নেই; এবং সংবিধানের ৩২ নং অনুচ্ছেদের অধীনে একটি মৌলিক কার্যধারায় একটি বিচার বিভাগীয় আদেশের বৈধতা প্রশ্ন করা যায় না। [অনুচ্ছেদ ৪] [৩৪৩-এইচ; ৩৪৪-এ-সি]

১.২ এই আদালতের প্রধান বিচারপতির কর্তৃত্বের এই স্পষ্ট ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে ক্যাম্পেইন ফর জুডিশিয়াল অ্যাকাউন্টেবিলিটি অ্যান্ড রিফর্মস বনাম ভারত ইউনিয়ন মামলায় আবেদনকারী যে প্রতিকার চেয়েছেন তা স্পষ্টতই ভ্রান্ত ধারণাপ্রসূত। প্রথমত, এটি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি যে কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পিত থাকলে পরমাদেশ (ম্যান্ডামাস) জারি করে কোনো বিশেষ পদ্ধতিতে বিধি তৈরি করতে বা তাদের তৈরি করতে বাধ্য করা যায় না। সংবিধানের ১৪৫ নং অনুচ্ছেদের অধীনে সুপ্রিম কোর্টকে বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং, অনুরূপ প্রকৃতির পরমাদেশ জারি করা যায় না। কার্যপ্রণালী অনুসারে, আবেদনকারী এই আদালতের বেঞ্চগুলিকে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে গঠন করার জন্য বা যেমন তিনি মনে করেন, এই আদালতের উপযুক্ত বিভাগ গঠন করার জন্য নির্দেশনার অধিকারী নন। পূর্বোক্ত বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে প্রধান বিচারপতির বিশেষাধিকারের অন্তর্ভুক্ত। [অনুচ্ছেদ ১১] [৩৫০-সি-ই]

১.৩ যে প্রতিকার চাওয়া হয়েছে তা আইনি ও সাংবিধানিক নীতির পরিপন্থী, এটি আবেদনকারীর যুক্তির একটি মৌলিক ত্রুটি। আবেদনকারী একটি বাধ্যতামূলক নীতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছেন যার অধীনে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির এবং তার দুই জন জ্যেষ্ঠতম সহকর্মীর সমন্বয়ে একটি তিন সদস্যের বেঞ্চ গঠিত হতে হবে, যখন সংবিধান বেঞ্চে প্রধান বিচারপতি এবং তার পাঁচ জন জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি (যেমন তিনি প্রস্তাব করেছেন, তিনজন 'জ্যেষ্ঠতম' এবং দুইজন 'কনিষ্ঠতম' বিচারপতি) থাকতে হবে। এমন কোনো সাংবিধানিক ভিত্তি নেই যার ভিত্তিতে এই ধরনের প্রস্তাব গ্রহণ করা যায়। এটি বেঞ্চ গঠন এবং মামলা বণ্টনের ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতির একচ্ছত্র দায়িত্ব ও কর্তব্যের উপর হস্তক্ষেপ করবে। অধিকন্তু, আবেদনকারী মনে করেন যে নির্দিষ্ট শ্রেণীর মামলা বা নির্দিষ্ট আদালতগুলিতে কেবল জ্যেষ্ঠতম বিচারপতিদের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ থাকা উচিত। সংবিধানের ১২৪ অনুচ্ছেদের অধীনে এই আদালতে নিযুক্ত প্রতিটি বিচারককে আদালতে আসা এবং প্রধান বিচারপতি কর্তৃক অর্পিত মামলাগুলির বিচার করার সমান দায়িত্ব দেওয়া হয়।

জ্যেষ্ঠতা পদের ক্ষেত্রে মামলা শোনার ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব ফেলে না। এটি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি যে আদালতের দেওয়া রায়ে (একমত পোষণকারী বা ভিন্নমত পোষণকারী মতামতের ক্ষেত্রে ব্যতীত) আদালতের বক্তব্য থাকে। সংবিধানের ১২৪(৩) অনুচ্ছেদে হাইকোর্ট থেকে, বার থেকে এবং বিশিষ্ট আইনবিদদের মধ্য থেকে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগের বিধান রয়েছে। সুপ্রিম কোর্টে নিয়োগ সংবিধানের ১২৪(৩) অনুচ্ছেদের অধীনে পদের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা পূরণের শর্তাধীন। একবার নিযুক্ত হলে, এই আদালতের প্রত্যেক বিচারপতি প্রধান বিচারপতি কর্তৃক অর্পিত মামলা শোনার অধিকারী এবং বস্তুত কর্তব্যবদ্ধ। হাইকোর্ট থেকে আসা বিচারপতিরা দীর্ঘ বছরের চাকরির পর এই আদালতে উন্নীত হন। বারের সদস্যরা যারা এই আদালতে আইনজীবী হিসাবে বহু বছর ধরে ব্যাপক ও বিভিন্ন অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তারাও একইভাবে সক্ষম। এই ধারণা পোষণ করা যে কোনো নির্দিষ্ট বিচারপতি বিশেষ ধরনের মামলা বা নির্দিষ্ট শ্রেণীর মামলা শোনার ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতম বিচারপতিদের চেয়ে বেশি সক্ষম হবেন, তার নীতি বা নজিরের কোনো ভিত্তি নেই। অন্যথায় ধারণা পোষণ করা অন্যান্য বিচারপতিদের যোগ্যতা ও সক্ষমতার প্রতি অযৌক্তিক প্রতিফলন হবে যাদের প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মামলা অর্পণ করা হয়েছে, যদিও তারা সংবিধান কর্তৃক পদের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা পূরণ করেছেন। [অনুচ্ছেদ ১২] [৩৫০-এফ-এইচ; ৩৫১-এ-ই]

১.৪ হাইকোর্টের বেঞ্চ গঠন সংক্রান্ত দাখিলগুলিও একইভাবে গুণহীন। নিম্ন বিচার বিভাগের ক্যাডার থেকে আসা বিচারপতিদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত ইঙ্গিতগুলি প্রত্যাখ্যাত। হাইকোর্টের বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে সংবিধানের ২১৭(২) অনুচ্ছেদে সুনির্দিষ্ট বিধান রয়েছে। বার থেকে বা যারা দশ বছর ধরে বিচার বিভাগীয় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এমন হাইকোর্টের বিচারপতিরা সংবিধানের ২১৭ অনুচ্ছেদের অধীনে তাদের নিয়োগের পর আদালতের অনুরূপ কার্য সম্পাদন করেন। এই ধারণা পোষণ করা যে উভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য রয়েছে তা সাংবিধানিক নীতির পরিপন্থী। [অনুচ্ছেদ ১৩] [৩৫১-ই-জি]

১.৫ তার বিচারকীয় ক্ষমতায়, প্রধান বিচারপতি হলেন প্রাইমাস ইন্টার প্যারেস: প্রথম সমানদের মধ্যে (সমানদের মধ্যে প্রথম)। অন্যান্য দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে, ভারতের প্রধান বিচারপতি একটি স্ব-সাধারণ পদ দখল করেন।

সংবিধানের ১২৪(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট একজন প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারপতিদের নিয়ে গঠিত হবে। সংবিধানের ১৪৬ অনুচ্ছেদে প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসাবে ভারতের প্রধান বিচারপতির পদ পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রধান বিচারপতি সুপ্রিম কোর্টের শীর্ষে অধিষ্ঠিত। মামলা বণ্টন এবং বেঞ্চ গঠনের ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতির একচ্ছত্র বিশেষ অধিকার রয়েছে। সাংবিধানিক আস্থার ধারক হিসাবে প্রধান বিচারপতি স্বয়ং একটি প্রতিষ্ঠান। প্রধান বিচারপতির উপর যে কর্তৃত্ব অর্পিত হয়েছে, তা একটি উচ্চ সাংবিধানিক কার্যকারিতা। প্রধান বিচারপতির উপর কর্তৃত্ব অর্পণের কারণ হল আদালতের প্রশাসনিক ও বিচারিক কাজকর্মের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য কার্যভার অর্পণ করা অপরিহার্য। প্রধান বিচারপতির উপর কার্যভার অর্পণের অন্তর্নিহিত চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হল সুপ্রিম কোর্ট যাতে তার সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতাগুলি পূরণ করতে এবং সেই বিধিবিধানগুলি পালন করতে সক্ষম হয় যা তার অস্তিত্বের যৌক্তিকতা প্রদান করে। প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসাবে প্রধান বিচারপতির উপর কার্যভার অর্পণের উদ্দেশ্য হল ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সুরক্ষার জন্য সুপ্রিম কোর্টের অবস্থানকে একটি স্বাধীন সংস্থা হিসাবে সুরক্ষিত করা। অবিশ্বাসের কোনো পূর্বধারণা থাকা উচিত নয়। শপথ গ্রহণের মাধ্যমে সততা ও বিশ্বস্ততা প্রত্যাশিত। [অনুচ্ছেদ ১৫] [৩৫৩-এ-ই]

১.৬ আবেদনকারী কর্তৃক উত্থাপিত কিছু অভিযোগ আপত্তিকর। তবে, ভবিষ্যতের দাখিলগুলিতে আবেদনকারী যে পদ্ধতিতে বক্তব্য পেশ করেন তার জন্য তাকে আরও বেশি দায়িত্বশীল হতে বলা সমীচীন। [অনুচ্ছেদ ১৬] [৩৫৪-এ]

<u>মামলা প্রসঙ্গ</u>

(১৯৯৮) ১ এসসিসি ১ উদ্ধৃত অনুচ্ছেদ ৯

(২০১৮) ১ এসসিসি ১৯৬ উদ্ধৃত অনুচ্ছেদ ১০

দেওয়ানী মৌলিক এখতিয়ার: রিট পিটিশন (দেওয়ানী) নং ১৪৭/২০১৮

ভারতের সংবিধানের ৩২ নং অনুচ্ছেদের অধীনে।

আবেদনকারী স্বয়ং।

রায় প্রদান করেন বিচারপতি **ডি. ওয়াই. চন্দ্রচূড়, বিচারপতি-**

১. আবেদনকারী, যিনি বারের একজন সদস্য, "জনস্বার্থে আগ্রহী ব্যক্তি" হিসাবে দাবি করে সংবিধানের ৩২ নং অনুচ্ছেদের অধীনে এই পদ্ধতি শুরু করেছেন। তিনি বলেছেন যে তিনি "সংবিধানের পণ্ডিত" এবং এলাহাবাদ হাইকোর্ট, গুজরাট হাইকোর্ট এবং এই আদালতেও জনস্বার্থে প্রায় দুই শতাধিক মামলা দায়ের করেছেন। এই কার্যধারায় যে ত্রাণ চাওয়া হয়েছে তা এই আদালত এবং এলাহাবাদ হাইকোর্টের বেঞ্চ গঠন সম্পর্কিত। এই কার্যধারায় চাওয়া দুটি প্রার্থনায় যা বিবৃত হয়েছে তা নীচে উল্লেখ করা হলো:

(ক) প্রথম প্রতিপক্ষ (ভারতের সুপ্রিম কোর্ট)-কে নির্দেশ দেওয়ার জন্য একটি পরমাদেশ (ম্যান্ডামাস) জারি করা হোক যাতে সুপ্রিম কোর্টের বিভিন্ন বেঞ্চ গঠন এবং তাদের এখতিয়ার বণ্টনের পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়। আবেদনকারী প্রথম প্রতিপক্ষের কাছে এই মর্মে পরমাদেশ চান যে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে তিন বিচারকের বেঞ্চে প্রধান বিচারপতি এবং দুইজন জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি থাকবেন এবং সাংবিধানিক বেঞ্চে পাঁচজন জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি অথবা তিনজন জ্যেষ্ঠতম এবং দুইজন কনিষ্ঠ বিচারপতি থাকবেন। আবেদনকারী প্রথম প্রতিপক্ষের কাছে নিম্নলিখিত আদালতগুলি গঠনের জন্য একটি পরমাদেশও চান:

সুপ্রিম ফৌজদারি আদালত

সুপ্রিম জনস্বার্থ মামলা আদালত

সুপ্রিম কর আদালত

সুপ্রিম পরিষেবা আদালত

সুপ্রিম ভূমি বিরোধ আদালত

সুপ্রিম বিবিধ মামলা আদালত... ইত্যাদি।

(খ) আবেদনকারী দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ অর্থাৎ এলাহাবাদ হাইকোর্টকে নির্দেশ দেওয়ার জন্য একটি পরমাদেশও চান যাতে সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক প্রণীত বিধি অনুসারে বেঞ্চ গঠন এবং তাদের এখতিয়ার ন্যস্ত করার বিষয়ে বিধি নির্ধারণ করা হয়। নিয়মে আরও থাকা উচিত যে অ্যাডভোকেট বিচারকদের বেঞ্চ অ্যাডভোকেট বিচারকদের নিয়ে গঠিত হবে

এবং সংবিধানের ২১৭ (৩) অনুচ্ছেদের যোগ্যতা মানদণ্ড নম্বর এক থেকে আসা পরিষেবা বিচারপতিদের বেঞ্চ, জেলা বিচার বিভাগ থেকে আসা বিচারপতিদের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চের মতো নয় যেখানে আইনজীবী বিচারপতি নেই।"

২. আবেদনকারীর ব্যক্তিগত অনেক অভিযোগ রয়েছে। পিটিশনে অন্তর্ভুক্ত অভিযোগগুলি ইঙ্গিত দেয় যে ১৯৭২ সালের আদালত অবমাননা আইনের অধীনে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে একটি পদ্ধতি শুরু করা হয়েছিল। আবেদনকারীর হাইকোর্টের প্রাঙ্গণে তার প্রবেশে বাধার একটি অভিযোগ রয়েছে। তার অভিযোগের প্রকৃতি নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট:

"আবেদনকারীকে আদালত অবমাননা আইনের অধীনে অভিযুক্ত করার কারণ হল প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে তার অসদাচরণের অভিযোগ এনে একটি চিঠি লেখা। প্রধান বিচারপতি শ্রী সুধীর আগরওয়াল জে.-এর নেতৃত্বে গঠিত বেঞ্চের সামনে আমার মামলার তালিকাভুক্তির নির্দেশ দেন। এবং আমাকে জেলা বিচার বিভাগ থেকে আসা একজন বিচারকের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চে বসিয়ে শাস্তি দেওয়া হয়। আইনজীবী বিচারপতিদের সাথে বসার কারণে হাইকোর্টে আমার প্রবেশাধিকারের প্রথম শুনানির দিনেই আমাকে হুমকি দেওয়া হয়েছিল, তবে দ্বিতীয় বিচারপতি সম্মত না হওয়ায় তিনি আদেশ দিতে পারেননি, এবং যে বিচারপতি বসেছিলেন তিনিও সম্মত না হওয়ায় প্র্যাকটিস থেকে বরখাস্তের আদেশও পাস করা যায়নি এবং তাই তিনি তৃতীয় বিচারপতি সমন্বয়ে একটি বেঞ্চ গঠন করেন যিনি জেলা আদালত থেকে এসেছিলেন। তিনি বরখাস্তের আদেশ পাস করতে সম্মত হন এবং তাই আবেদনকারীকে প্র্যাকটিস থেকে বরখাস্ত করা হয় এবং হাইকোর্টে তার প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। প্রচলিত রোস্টার অনুসারে নিয়মিত বেঞ্চের পরিবর্তে, প্রধান বিচারপতি শ্রী সুধীর আগরওয়ালের নেতৃত্বে একটি বেঞ্চ গঠন করেন।"

৩. আবেদনকারী এই আদালতের বেঞ্চগুলি কীভাবে গঠিত হওয়া উচিত সে সম্পর্কে তার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি পরামর্শ দেন যে হাইকোর্টেও একই নীতি অনুসরণ করা উচিত।

৪. শুরুতেই, এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতিদের বেঞ্চের উপর আবেদনকারী যে পদ্ধতিতে অপবাদ আরোপ করতে চেয়েছেন তার প্রতি আমাদের অননুমোদন জানাতে হবে, যে বেঞ্চ আবেদনকারীর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার শুনানির জন্য গঠিত হয়েছিল। আবেদনকারী যা বলেছেন তা কোনও বিচারিক আদেশের উপর ভিত্তি করে বা প্রতিষ্ঠিত নয়।

হাইকোর্টের বিচারপতিদের বিরুদ্ধে আবেদনকারীর অভিযোগ ভিত্তিহীন। উল্লেখযোগ্যভাবে, হাইকোর্টের যে আদেশের ভিত্তিতে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার কার্যক্রম শুরু হয়েছিল, সেই আদেশের যথার্থতা বর্তমান মামলায় প্রশ্নবিদ্ধ নয়। যদি আবেদনকারী হাইকোর্টের কোনো বিচার বিভাগীয় আদেশে ক্ষুব্ধ হন, তবে ধারা ১৩৬ এর অধীনে তার প্রতিকার ছিল। বারের সদস্য হিসাবে, সংবিধানের ৩২ নং অনুচ্ছেদের অধীনে একটি রিট পিটিশনের মাধ্যমে হাইকোর্টের সামনে একটি বিচার বিভাগীয় কার্যক্রমের আচরণ নিয়ে প্রশ্ন তোলার আগে তার আরও ভালোভাবে জানা উচিত ছিল। এটি হাইকোর্টের বিচারপতিদের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগের আরেকটি দৃষ্টান্ত যেখানে আদালতের বিচারাধীন নির্দেশের যথার্থতা বিচারাধীন নয়; প্রয়োজনীয় পক্ষরা আদালতে উপস্থিত নেই; এবং যদিও সংবিধানের ৩২ নং অনুচ্ছেদের অধীনে একটি মৌলিক কার্যধারায় একটি বিচার বিভাগীয় আদেশের বৈধতা প্রশ্ন করা যায় না।

৫. এখন আমরা (ক) প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে চাওয়া ত্রাণের বিষয়ে আলোচনা করব। আবেদনকারী এই আদালতে বেঞ্চ গঠন এবং বিভিন্ন বেঞ্চে মামলা বণ্টনের জন্য একটি "সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি" বিবর্তিত করার কথা বলেছেন। দ্বিতীয়ত, একই প্রার্থনার অংশ হিসাবে আবেদনকারী এই আদালতের কার্যপ্রণালী বিধির অধীনে বিধি প্রণয়নের জন্য একটি পরমাদেশ (ম্যান্ডামাস) চান, যার ফলস্বরূপ প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে তিন বিচারকের বেঞ্চে প্রধান বিচারপতি এবং দুইজন জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি থাকবেন এবং সাংবিধানিক বেঞ্চে পাঁচজন জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি (অথবা তিনজন 'জ্যেষ্ঠতম' এবং দুইজন 'কনিষ্ঠতম' বিচারপতি) থাকবেন। তৃতীয়ত, আবেদনকারী এই আদালতকে দুটি বিভাগে বিভক্ত করার কথা বলেছেন, যাকে তিনি "সুপ্রিম ফৌজদারি আদালত" এবং অনুরূপ বিষয় সহ পিআইএল, কর, পরিষেবা, ভূমি বিরোধ এবং বিবিধ বিষয় (ইত্যাদি) হিসাবে অভিহিত করেছেন।

৬. সুপ্রিম কোর্ট বিধি, ২০১৩ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সংবিধানের ১৪৫ নং অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে অনুমোদিত হয়েছে। সংবিধানের ১৪৫ অনুচ্ছেদটি নিম্নরূপ:

"১৪৫. (১) সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনের বিধান সাপেক্ষে, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত, সুপ্রিম কোর্ট সময়ে সময়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সহ আদালতের সাধারণ প্রথা ও পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণের জন্য বিধি তৈরি করতে পারবে -

(ক) আদালতে অনুশীলনকারী ব্যক্তিদের সম্পর্কিত বিধি;

(খ) আপিল শুনানির পদ্ধতি এবং অন্যান্য বিষয় যা আপিলের অনুমতির সময়সীমা সহ আদালতের কাছে আপিল দাখিলের সাথে সম্পর্কিত;

(গ) তৃতীয় খণ্ডে প্রদত্ত যে কোনো অধিকার বলবৎ করার জন্য আদালতে কার্যধারার নিয়মাবলী;

১[(গগ) ১৩৯ক [অনুচ্ছেদ] এর অধীনে আদালতে কার্যধারার নিয়মাবলী;]

(ঘ) ১৩৪ অনুচ্ছেদের (১) দফার (গ) উপ-দফার অধীনে আপিল শুনানির নিয়মাবলী;

(ঙ) সেই শর্তাবলী সম্পর্কিত নিয়মাবলী যার সাপেক্ষে আদালত কর্তৃক ঘোষিত বা প্রদত্ত কোনো রায় বা আদেশ পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে এবং এই ধরনের পুনর্বিবেচনার জন্য আদালতে আবেদন দাখিলের সময়সীমা সহ সেই পুনর্বিবেচনার পদ্ধতি;

(চ) আদালতে এবং সেই সংক্রান্ত কার্যধারায় ধার্য ফি সহ খরচ এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ের নিয়মাবলী;

(ছ) জামিন মঞ্জুর করার নিয়মাবলী;

(জ) কার্যধারা স্থগিত রাখার নিয়মাবলী;

(ঝ) যে কোনো আপিল যা আদালতের কাছে তুচ্ছ বা বিরক্তিকর বলে মনে হয় অথবা বিলম্বের উদ্দেশ্যে আনা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত নিষ্পত্তির জন্য নিয়মাবলী;

(ঞ) ৩১৭ অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লিখিত অনুসন্ধানের পদ্ধতির নিয়মাবলী আদালতের নিয়মাবলী, ইত্যাদি।

(২) (৩) দফার বিধান সাপেক্ষে, এই অনুচ্ছেদের অধীনে প্রণীত বিধি কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে বসার জন্য প্রয়োজনীয় বিচারকের সর্বনিম্ন সংখ্যা নির্ধারণ করতে পারে এবং একক বিচারপতি এবং বিভাগীয় আদালতের ক্ষমতা প্রদান করতে পারে।

(৩) আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত কোনো মামলা নিষ্পত্তির জন্য অথবা ১৪৩ অনুচ্ছেদের অধীনে কোনো রেফারেন্সের শুনানির উদ্দেশ্যে বসার জন্য প্রয়োজনীয় বিচারকের সর্বনিম্ন সংখ্যা হবে পাঁচ।

তবে শর্ত থাকে যে, ১৩২ অনুচ্ছেদ ব্যতীত এই অধ্যায়ের অন্য কোনও বিধানের অধীনে আপিল শুনানিকারী আদালতে পাঁচজনের কম বিচারক থাকে এবং আপিল শুনানি চলাকালীন আদালত এই বিষয়ে সন্তুষ্ট হয় যে আপিলটিতে এই সংবিধানের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনগত প্রশ্ন জড়িত, যার নির্ধারণ আপিল নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয়, সেই আদালত এই ধারা অনুসারে গঠিত কোনও আদালতের কাছে মতামতের জন্য প্রশ্নটি প্রেরণ করবেন, যাতে এই ধরণের প্রশ্ন জড়িত কোনও মামলার সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় এবং মতামত পাওয়ার পর আপিলটি এই মতামতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে নিষ্পত্তি করবেন।

(৪) সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক কোনো রায় খোলা আদালতে প্রদান করা ব্যতীত দেওয়া হবে না, এবং ১৪৩ অনুচ্ছেদের অধীনে কোনো প্রতিবেদনও খোলা আদালতে প্রদত্ত মতামতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে তৈরি করা হবে।

(৫) সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক কোনো রায় এবং এই ধরনের কোনো মতামত আদালতের সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারপতিদের সম্মতিতে প্রদান করা ব্যতীত দেওয়া হবে না, তবে এই দফায় এমন কিছুই অন্তর্ভুক্ত থাকবে না যা কোনো বিচারপতিকে ভিন্নমত পোষণকারী রায় বা মতামত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে।

৭. সুপ্রিম কোর্ট বিধি ২০১৩ এর ষষ্ঠ আদেশ বিভাগীয় আদালত গঠন এবং একক বিচারকের ক্ষমতা সম্পর্কিত। বিধি ১, ২ এবং ৪ নিম্নরূপ বিধান করে:

"১. এই বিধির অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত কমপক্ষে দুইজন বিচারকের সমন্বয়ে গঠিত একটি বেঞ্চ কর্তৃক প্রতিটি মামলা, আপিল বা বিষয় শুনানি করা হবে।"

"২. কোনো মামলা, আপিল বা অন্য কোনো কার্যধারার শুনানির সময় যদি বেঞ্চ মনে করে যে বিষয়টি বৃহত্তর বেঞ্চ কর্তৃক নিষ্পত্তি করা উচিত, তবে এটি বিষয়টি প্রধান বিচারপতির কাছে প্রেরণ করবে, যিনি অতঃপর শুনানির জন্য এই ধরনের একটি বেঞ্চ গঠন করবেন।"

"৪. তিনজন বিচারকের কম সংখ্যক বিচারকের একটি বেঞ্চ, কোনো মামলা, আপিল বা বিষয় শুনানির সময়, যদি এই মত পোষণ করে যে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিত, তবে এটি বিষয়টি প্রধান বিচারপতির কাছে প্রেরণ করবে যিনি অতঃপর শুনানির জন্য কমপক্ষে তিনজন বিচারকের একটি বেঞ্চ গঠন করবেন।"

বিধি ১ নির্দেশ করে যে প্রধান বিচারপতি সেই বিচারপতিদের মনোনীত করবেন যারা কোনো মামলা, আপিল বা বিষয় শুনানির জন্য একটি বেঞ্চ গঠন করবেন। যেখানে বৃহত্তর বেঞ্চের কাছে রেফারেন্স করা হয়েছে, সেই বেঞ্চ যা রেফারেন্স করেছে তা প্রধান বিচারপতির কাছে বিষয়টি প্রেরণ করবে যিনি একটি বেঞ্চ গঠন করবেন।

৮. সুপ্রিম কোর্ট বিধি ২০১৩ এর ৩৮তম আদেশ সংবিধানের ৩২ নং অনুচ্ছেদের অধীনে মৌলিক অধিকার বলবৎ করার জন্য আবেদনের সাথে সম্পর্কিত। ৩৮তম আদেশের বিধি (১) নিম্নরূপ বিধান করে:

(১) সংবিধানের ৩২ নং অনুচ্ছেদের অধীনে প্রতিটি পিটিশন লিখিত হতে হবে এবং পাঁচজনের কম নয় এমন বিচারকের একটি বিভাগীয় বেঞ্চ কর্তৃক শুনানি করা হবে, তবে যদি কোনো পিটিশন সংবিধানের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন না করে, তবে তা পাঁচজনের কম নয় এমন বিচারকের একটি বিভাগীয় বেঞ্চ কর্তৃক এবং অবকাশকালে অবকাশকালীন বিচারক কর্তৃক এককভাবে শুনানি ও নিষ্পত্তি করা যেতে পারে, যদিও পিটিশনে সংবিধানের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করা হোক না কেন।"

(২) সংবিধানের ৩২ নং অনুচ্ছেদের অধীনে একটি পিটিশনের সাথে সংযুক্ত সমস্ত অন্তর্বর্তীকালীন এবং বিবিধ আবেদন পাঁচজনের কম নয় এমন বিচারকের একটি বিভাগীয় বেঞ্চ কর্তৃক এবং অবকাশকালে অবকাশকালীন বিচারক কর্তৃক এককভাবে শুনানি ও নিষ্পত্তি করা যেতে পারে, যদিও পিটিশনে সংবিধানের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করা হোক না কেন।"

বিধি ১২ জনস্বার্থ মামলা মোকদ্দমা সম্পর্কিত। বিধি ১২-এর অংশ নীচে উদ্ধৃত করা হলো:

"১২. (১) নিম্নলিখিত যে কোনো উপায়ে একটি জনস্বার্থ মামলা মোকদ্দমা শুরু হতে পারে:

(ক) প্রধান বিচারপতি বা আদালতের কোনো বিচারকের আদেশের ভিত্তিতে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে;

(খ) প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত কোনো বিচারপতি কর্তৃক প্রেরিত চিঠি বা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে;

(গ) আদালতের আদেশে কোনো পিটিশনকে জনস্বার্থ মামলা মোকদ্দমা হিসেবে গণ্য করার মাধ্যমে;

(ঘ) আদালতে কোনো পিটিশন দাখিল করার মাধ্যমে।

(২) উপ-বিধি (১)-এর (ঘ) দফায় দাখিল করা পিটিশনে আবেদনকারীকে অবশ্যই:

(i) প্রকাশ করতে হবে:

(ক) তার পুরো নাম, সম্পূর্ণ ডাক ঠিকানা, ই-মেল ঠিকানা, ফোন নম্বর, ব্যক্তিগত পরিচয়, পেশা ও বার্ষিক আয় সম্পর্কিত প্রমাণ, প্যান নম্বর এবং জাতীয় অনন্য পরিচয়পত্র নম্বর, যদি থাকে;

(খ) কর্মের কারণ গঠনকারী ঘটনা;

(গ) আঘাতের প্রকৃতি যা জনসাধারণের কারণে ঘটেছে বা ঘটতে পারে;

(ঘ) আবেদনকারীর ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রকৃতি ও পরিধি, যদি থাকে;

(ঙ) আবেদনকারী বা আবেদনকারীদের সাথে জড়িত বিষয়গুলির সাথে কোনো আইনি যোগসূত্র রয়েছে বা থাকতে পারে এমন কোনো দেওয়ানী, ফৌজদারি বা রাজস্ব মোকদ্দমার বিবরণ;

(চ) পিটিশনে চাওয়া ত্রাণ (গুলি) এর জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করা হয়েছে কিনা এবং যদি হ্যাঁ হয়, তবে তার প্রমাণ;

(ii) হলফনামা সহ নথি দাখিল করতে হবে যাতে উল্লেখ থাকে যে জনস্বার্থ মামলা মোকদ্দমা দায়ের করার ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিগত লাভ, গোপন উদ্দেশ্য বা অসাধু উদ্দেশ্য নেই।

(৩) আদালত আবেদনকারীর উপর দৃষ্টান্তমূলক খরচ আরোপ করতে পারে যদি আদালত মনে করে যে পিটিশনটি তুচ্ছ বা অসাধু উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অথবা ন্যায্য ভিত্তির অভাবযুক্ত।

৯. রাজস্থান রাজ্য বনাম প্রকাশ চাঁদ মামলায় এই আদালতের তিন বিচারকের বেঞ্চের রায়ে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পদ স্পষ্ট করা হয়েছে। রায়ের সময় প্রধান বিচারপতির পদ সম্পর্কে নিম্নলিখিত ব্যাপক নীতিগুলি প্রণয়ন করা হয়েছিল:

"(১) হাইকোর্টের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ প্রধান বিচারপতির উপর ন্যস্ত থাকে। তবে, বিচার বিভাগীয় দিকে তিনি কেবল সমানদের মধ্যে প্রথম।"

"(২) প্রধান বিচারপতি রোস্টারের কর্তা। বেঞ্চ গঠন এবং বিচারপতিদের মধ্যে মামলা বণ্টনের একচ্ছত্র অধিকার তার রয়েছে।"

"(৩) অন্যান্য বিচারপতিরা কেবল প্রধান বিচারপতি কর্তৃক বরাদ্দকৃত বা তার নির্দেশের অধীনে কাজ করতে পারেন।"

"(৪) প্রধান বিচারপতি কর্তৃক কোনো নির্ধারণ না হওয়া পর্যন্ত, কোনো বিচারপতি কোনো বিভাগীয় বেঞ্চে বসতে পারেন না এবং কোনো বেঞ্চ গঠনকারী বিচারপতিরা নিজেরাই বেঞ্চ বিভক্ত করতে এবং এককভাবে অন্য কোনো বিচার বিভাগীয় কাজ গ্রহণ করতে পারেন না

---

[১](১৯৯৮) ১ এসসিসি ১

অন্যথায় প্রধান বিচারপতি কর্তৃক বা তার নির্দেশে তাদের অর্পিত কাজ ব্যতীত।"

"(৫) প্রধান বিচারপতি বিধি ৫৫ (উপরে) এর অধীনে তার কাছে দাখিল করা কোনো আবেদনের জ্ঞান নিতে পারেন এবং বিষয়টি বৃহত্তর বেঞ্চের কাছে প্রেরণ করতে পারেন এবং এমনকি আংশিকভাবে শোনা মামলার ক্ষেত্রেও এই এখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারেন।"

"(৬) অন্যান্য বিচারপতিরা প্রধান বিচারপতির উপযুক্ত আদেশ ব্যতীত হাইকোর্টে বিচারাধীন কোনো মামলা 'পিক অ্যান্ড চুজ' করতে এবং নিষ্পত্তির জন্য নিজেদের বা নিজেদের মধ্যে বণ্টন করতে পারেন না।"

"(৭) প্রধান বিচারপতি কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনার বিপরীতে কোনো বিচারপতি বা বিচারপতিগণ কোনো মামলা তালিকাভুক্ত করার জন্য রেজিস্ট্রারকে কোনো নির্দেশনা দিতে পারেন না।"

১০. সম্প্রতি, এই আদালতের একটি সংবিধান বেঞ্চ ক্যাম্পেইন ফর জুডিশিয়াল অ্যাকাউন্টেবিলিটি অ্যান্ড রিফর্মস বনাম ভারত ইউনিয়ন[২] মামলায় সেই নীতি বহাল রেখেছে যা প্রকাশ চাঁদ (উপরে) মামলায় হাইকোর্টের এখতিয়ার এবং কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়েছিল এবং বলেছে যে হাইকোর্টের "অবশ্যই প্রোপ্রিও ভিগরে ভারতের প্রধান বিচারপতির ক্ষমতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে"। প্রধান বিচারপতির অবস্থান নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলির মাধ্যমে পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছিল:

"হাইকোর্টের ক্ষেত্রে পূর্বে বিবৃত অবস্থান, আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে সুপ্রিম কোর্টের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অন্যথায় মনে করলে, সুস্পষ্ট বিভ্রান্তি সৃষ্টি হবে। যদি তা উল্লেখ করা না হয়, তবে এই আদালতের প্রথাও আইনের কারণে হয়েছে। আইন ও বিচার বিভাগীয় শৃঙ্খলা নীতির কারণে প্রথা অনুসরণ করা হয় কিনা সে বিষয়ে আমাদের কোনো দ্বিধা রাখা উচিত নয়। একবার প্রধান বিচারপতি রোস্টারের কর্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হলে, বেঞ্চ গঠনের ক্ষেত্রে তার একচ্ছত্র অধিকার থাকে। বলার অপেক্ষা রাখে না, কোনো দুই বিচারকের বেঞ্চ বা তিন বিচারকের বেঞ্চ নিজেদের মধ্যে মামলা বণ্টন করতে বা বেঞ্চ গঠনের জন্য বিচারপতিদের নির্ধারণ করতে পারে না। সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকা উচিত নয় যে কোন বিচারপতি কোন বেঞ্চে বসবেন বা কোন বিচারপতি বেঞ্চের বিষয় স্পর্শ করবেন তা নির্ধারণের অধিকার প্রধান বিচারপতির

---

[২](২০১৮) ১ এসসিসি ১৯৬

বেঞ্চের গঠন। আমরা পুনর্ব্যক্ত করছি যে এই ধরনের কোনো আদেশ অনুমোদনযোগ্য নয় এবং আইনত গ্রাহ্য নয়।

একটি প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট নিয়মাবলী ও প্রথার অধীনে কাজ করতে হয়। বেঞ্চ গঠনের ক্ষেত্রে, প্রকাশ চাঁদ [রাজস্থান রাজ্য বনাম প্রকাশ চাঁদ, (১৯৯৮) ১ এসসিসি ১] মামলায় বিবৃত নীতিগুলি আমরা গ্রহণ করি, যা হাইকোর্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল এবং স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে একই নীতি সুপ্রিম কোর্ট এবং এই আদালত কর্তৃক কোনো নির্দিষ্ট বেঞ্চ গঠনের জন্য প্রধান বিচারপতিকে কোনো প্রকার আদেশ বা নির্দেশ প্রদান করতে পারবে না।

১১. ভারতের প্রধান বিচারপতির কর্তৃত্বের এই স্পষ্ট ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে, আবেদনকারী যে ত্রাণ চেয়েছেন তা স্পষ্টতই ভ্রান্ত ধারণাপ্রসূত। প্রথমত, এটি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি যে কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পিত থাকলে পরমাদেশ (ম্যান্ডামাস) জারি করে কোনো বিশেষ পদ্ধতিতে বিধি তৈরি করতে বা তাদের তৈরি করতে বাধ্য করা যায় না। সংবিধানের ১৪৫ নং অনুচ্ছেদের অধীনে সুপ্রিম কোর্টকে কার্যপ্রণালী বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং, অনুরূপ প্রকৃতির পরমাদেশ জারি করা যায় না। একইভাবে, আবেদনকারী এই আদালতের বেঞ্চগুলিকে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে গঠন করার জন্য বা যেমন তিনি মনে করেন, এই আদালতের উপযুক্ত বিভাগ গঠন করার জন্য নির্দেশনার অধিকারী নন। পূর্বোক্ত বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে প্রধান বিচারপতির বিশেষাধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

১২. যে ত্রাণ চাওয়া হয়েছে তা আইনি ও সাংবিধানিক নীতির পরিপন্থী, এটি আবেদনকারীর যুক্তির একটি মৌলিক ত্রুটি। আবেদনকারী একটি বাধ্যতামূলক নীতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছেন যার অধীনে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির এবং তার দুই জন জ্যেষ্ঠতম সহকর্মীর সমন্বয়ে একটি তিন সদস্যের বেঞ্চ গঠিত হতে হবে, যখন সংবিধান বেঞ্চে প্রধান বিচারপতি এবং তার পাঁচ জন জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি (যেমন তিনি প্রস্তাব করেছেন, তিনজন 'জ্যেষ্ঠতম' এবং দুইজন 'কনিষ্ঠতম' বিচারপতি) থাকতে হবে। এমন কোনো সাংবিধানিক ভিত্তি নেই যার ভিত্তিতে এই ধরনের প্রস্তাব গ্রহণ করা যায়। প্রথমত, যেমন আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, এটি বেঞ্চ গঠন এবং মামলা বণ্টনের ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতির একচ্ছত্র দায়িত্ব ও কর্তব্যের উপর হস্তক্ষেপ করবে। অধিকন্তু, আবেদনকারী মনে করেন যে নির্দিষ্ট শ্রেণীর মামলা বা নির্দিষ্ট আদালতগুলিতে কেবল জ্যেষ্ঠতম বিচারপতিদের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ থাকা উচিত। সংবিধানের ১২৪ অনুচ্ছেদের অধীনে এই আদালতে নিযুক্ত প্রত্যেক বিচারপতি

মামলার বিচার করার এবং প্রধান বিচারপতি কর্তৃক অর্পিত হওয়ার সমান অধিকার ধারণ করেন। নিয়োগের ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতার মামলা শোনার ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব পড়ে না। এটি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি যে আদালতের দেওয়া রায়ে (একমত পোষণকারী বা ভিন্নমত পোষণকারী মতামতের ক্ষেত্রে ব্যতীত) আদালতের বক্তব্য থাকে। সংবিধানের ১২৪(৩) অনুচ্ছেদে হাইকোর্ট থেকে, বার থেকে এবং বিশিষ্ট আইনবিদদের মধ্য থেকে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগের বিধান রয়েছে। সুপ্রিম কোর্টে নিয়োগ সংবিধানের ১২৪(৩) অনুচ্ছেদের অধীনে পদের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা পূরণের শর্তাধীন। একবার নিযুক্ত হলে, এই আদালতের প্রত্যেক বিচারপতি প্রধান বিচারপতি কর্তৃক অর্পিত মামলা শোনার অধিকারী এবং বস্তুত কর্তব্যবদ্ধ। হাইকোর্ট থেকে আসা বিচারপতিরা দীর্ঘ বছরের চাকরির পর এই আদালতে উন্নীত হন। বারের সদস্যরা যারা এই আদালতে আইনজীবী হিসাবে বহু বছর ধরে ব্যাপক ও বিভিন্ন অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তারাও একইভাবে সক্ষম। এই ধারণা পোষণ করা যে কোনো নির্দিষ্ট বিচারপতি বিশেষ ধরনের মামলা বা নির্দিষ্ট শ্রেণীর মামলা শোনার ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতম বিচারপতিদের চেয়ে বেশি সক্ষম হবেন, তার নীতি বা নজিরের কোনো ভিত্তি নেই। অন্যথায় ধারণা পোষণ করা অন্যান্য বিচারপতিদের যোগ্যতা ও সক্ষমতার প্রতি অযৌক্তিক প্রতিফলন হবে যাদের প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মামলা অর্পণ করা হয়েছে, যদিও তারা সংবিধান কর্তৃক পদের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা পূরণ করেছেন।

১৩. হাইকোর্টের বেঞ্চ গঠন সংক্রান্ত আবেদনকারীর দাখিলগুলি, উপরে বিবৃত যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে, গুণহীন। জেলা বিচার বিভাগের ক্যাডার থেকে আসা বিচারপতিদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত ইঙ্গিতগুলি আমরা স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করছি। হাইকোর্টের বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে সংবিধানের ২১৭(২) অনুচ্ছেদে সুনির্দিষ্ট বিধান রয়েছে। বার থেকে বা যারা দশ বছর ধরে বিচার বিভাগীয় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এমন হাইকোর্টের বিচারপতিরা সংবিধানের ২১৭ অনুচ্ছেদের অধীনে তাদের নিয়োগের পর আদালতের অনুরূপ কার্য সম্পাদন করেন। এই ধারণা পোষণ করা যে উভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য রয়েছে তা সাংবিধানিক নীতির পরিপন্থী।

১৪. এলাহাবাদ, বোম্বাই, কলকাতা এবং মাদ্রাজ এই চারটি হাইকোর্টের দীর্ঘ এবং সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে, যা দেড়শ বছরেরও বেশি সময় ধরে বিস্তৃত। অনেক হাইকোর্ট ততটা প্রাচীন নয়। তাদের বিচারিক ইতিহাসের পথ ধরে, হাইকোর্টগুলি

প্রচলিত প্রথা ও পদ্ধতির ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা প্রদানকারী প্রথা তৈরি করেছে। এই প্রথাগুলি বেঞ্চে কাজের বণ্টনের ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতিকে দিকনির্দেশনা প্রদান করে। হাইকোর্টগুলি নিয়মিতভাবে বেঞ্চ গঠন, বিভাগ এবং একক বিচারকের কাজের তালিকা প্রকাশ করে। রোস্টার প্রতিটি বেঞ্চে অর্পিত মামলার বিষয়বস্তু নির্দেশ করে। বিভিন্ন হাইকোর্টের প্রকাশিত রোস্টারের ক্ষেত্রে নিজস্ব ঐতিহ্য রয়েছে, যদিও একটি নতুন রোস্টার প্রণয়নের সময় পূর্বের রোস্টারকে বিবেচনায় রাখা হয়। ব্যক্তিগত বিচারপতিদের তাদের বিশেষীকরণের ক্ষেত্রে নিজস্ব শক্তি রয়েছে। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি কাজের বণ্টন নির্ধারণের সময় এই বিশেষীকরণকে বিবেচনায় রাখেন। তবে, প্রধান বিচারপতির বিবেচনায় কাজের বণ্টনের ক্ষেত্রে বিশেষীকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। একজন নবনিযুক্ত বিচারপতিকে বিভিন্ন প্রকার আইনের ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনের সুযোগ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন প্রকার বেঞ্চে আবর্তিত করা হতে পারে। বিশেষীকরণের প্রয়োজনীয়তার পাশাপাশি, বিচারপতিদের আইনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক ধারণা থাকা প্রয়োজন। কাজের বণ্টন এবং বেঞ্চ গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়, প্রধান বিচারপতিকে কোনো নির্দিষ্ট প্রকার মামলার বিচারাধীনতা এবং অমিমাংসিত মামলার সংখ্যা নির্ধারণ করতে হয়। প্রধান বিচারপতিকে একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে মামলার প্রবাহ এবং অমিমাংসিত মামলার সংখ্যা, প্রাচীনতম মামলার নিষ্পত্তি, ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে যেখানে ব্যক্তির স্বাধীনতা জড়িত এবং সামগ্রিকভাবে আদালতের সংখ্যা বিবেচনা করতে হয়। বিভিন্ন হাইকোর্ট নির্দিষ্ট প্রকার মামলার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করেছে, যেমন প্রবীণ নাগরিক, কারাবন্দী এবং মহিলা আবেদনকারীদের সাথে জড়িত মামলা। শূন্যপদ সৃষ্টির কারণে কোনো বিচারপতিকে অন্য বেঞ্চে অর্পণ করার সময় আসন্ন অবসর গ্রহণকারী বিচারপতিদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। আদালতের সুষ্ঠু কার্যকারিতা এবং মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয়তা প্রধান বিচারপতি কর্তৃক বিবেচিত কিছু বিষয়। প্রধান বিচারপতির কর্তৃত্বের অধীনে বিচারিক কাজের বণ্টন সম্পর্কে মামলাকারী এবং আইনজীবীদের তথ্যের জন্য হাইকোর্টের ওয়েবসাইটে রোস্টারের প্রকাশনা সহায়ক। ১৯৫০ সালে এই আদালত গঠিত হয়েছিল। রোস্টার প্রণয়ন এবং বিচারিক কাজের বণ্টনের ক্ষেত্রে, হাইকোর্টে গৃহীত প্রথাগুলি প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়োজনীয়তা অনুসারে সংশোধন সাপেক্ষে প্রাসঙ্গিক।

১৫. প্রধান বিচারপতি কর্তৃক বেঞ্চ গঠন এবং মামলা বণ্টনের দাখিলকে একটি

লোহার কাঠামোর মতো একটি পদ্ধতির ধারণা হল যে এই ধরনের পদ্ধতির অনুপস্থিতিতে ক্ষমতা যথেচ্ছভাবে প্রয়োগ করা হবে। একজন বিচারপতি হিসাবে তার ক্ষমতায়, প্রধান বিচারপতি হলেন প্রাইমাস ইন্টার প্যারেস: প্রথম (সমানদের মধ্যে প্রথম)। তার অন্যান্য দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে, ভারতের প্রধান বিচারপতি একটি সুই জেনেরিস (এই ধরণের) অবস্থানে অধিষ্ঠিত। সংবিধানের ১২৪(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট একজন প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারপতিদের নিয়ে গঠিত হবে। সংবিধানের ১৪৬[3] অনুচ্ছেদে প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসাবে ভারতের প্রধান বিচারপতির পদ পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রধান বিচারপতি সুপ্রিম কোর্টের শীর্ষে অধিষ্ঠিত। মামলা বণ্টন এবং বেঞ্চ গঠনের ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতির একচ্ছত্র বিশেষ অধিকার রয়েছে। সাংবিধানিক আস্থার ধারক হিসাবে প্রধান বিচারপতি স্বয়ং একটি প্রতিষ্ঠান। প্রধান বিচারপতির উপর যে কর্তৃত্ব অর্পিত হয়েছে, তা একটি উচ্চ সাংবিধানিক কার্যকারিতা। প্রধান বিচারপতির উপর কর্তৃত্ব অর্পণের কারণ হল আদালতের প্রশাসনিক ও বিচারিক কাজকর্মের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য কার্যভার অর্পণ করা অপরিহার্য। প্রধান বিচারপতির উপর কার্যভার অর্পণের অন্তর্নিহিত চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হল সুপ্রিম কোর্ট যাতে তার সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতাগুলি পূরণ করতে এবং সেই বিধিবিধানগুলি পালন করতে সক্ষম হয় যা তার অস্তিত্বের যৌক্তিকতা প্রদান করে। প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসাবে প্রধান বিচারপতির উপর কার্যভার অর্পণের উদ্দেশ্য হল ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সুরক্ষার জন্য সুপ্রিম কোর্টের অবস্থানকে একটি স্বাধীন রক্ষাকর্তা হিসাবে সুরক্ষিত করা। অবিশ্বাসের কোনো পূর্বধারণা থাকা উচিত নয়। শপথ গ্রহণের মাধ্যমে সততা ও বিশ্বস্ততা প্রত্যাশিত।

[৩]১৪৬. (১) ভারতের প্রধান বিচারপতি অথবা তিনি যেরূপ নির্দেশ দেন সেই অনুযায়ী অন্য কোনো বিচারপতি বা আদালতের কর্মকর্তা কর্তৃক সুপ্রিম কোর্টের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ করা হবে:

তবে শর্ত থাকে যে রাষ্ট্রপতি বিধির মাধ্যমে এই মর্মে নির্দেশ দিতে পারেন যে বিধিতে নির্দিষ্ট করা কোনো ক্ষেত্রে, আদালতের সাথে পূর্বে যুক্ত নন এমন কোনো ব্যক্তিকে আদালতের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো পদে নিয়োগ করা যাবে না, তবে সেক্ষেত্রে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সাথে পরামর্শ করতে হবে।

(২) সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোনো আইনের বিধান সাপেক্ষে, সুপ্রিম কোর্টের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকরির শর্তাবলী এমন হবে যা ভারতের প্রধান বিচারপতি অথবা এই উদ্দেশ্যে বিধি প্রণয়নের জন্য প্রধান বিচারপতি কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো বিচারপতি বা আদালতের কর্মকর্তা কর্তৃক প্রণীত বিধিতে নির্ধারিত হবে:

তবে শর্ত থাকে যে এই দফার অধীনে প্রণীত বিধি, যতদূর তা বেতন, ভাতা বা পেনশন সম্পর্কিত, রাষ্ট্রপতির অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

(৩) সুপ্রিম কোর্টের প্রশাসনিক ব্যয়, যার মধ্যে আদালতের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রদেয় বা তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সকল বেতন, ভাতা ও পেনশন অন্তর্ভুক্ত, ভারতের সংযুক্ত তহবিল (কনসোলিডেটেড ফান্ড)-এর উপর ধার্য করা হবে এবং আদালত কর্তৃক গৃহীত যেকোনো ফি বা অন্য কোনো অর্থ সেই তহবিলের অংশ হবে।

১৬. আবেদনকারী কর্তৃক উত্থাপিত কিছু বক্তব্য আপত্তিকর। তবে, আমরা এই বিষয়টি এই সতর্কতার সাথে নিষ্পত্তি করা উপযুক্ত মনে করেছি যে ভবিষ্যতের দাখিলগুলিতে আবেদনকারীকে তার বক্তব্য পেশ করার পদ্ধতিতে আরও দায়িত্বশীল হতে হবে।

১৭. উপরোক্ত কারণগুলির জন্য, আমরা পিটিশনে কোনো সারবত্তা খুঁজে পাইনি। সেই অনুযায়ী, রিট পিটিশন খারিজ করা হলো।

নিধি জৈন

পিটিশন খারিজ করা হলো।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal